সিলেট সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, সিলেট।

২০২৩ সালে নির্বাচিত পরিষদের ১ম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী মেয়র সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন সভা কক্ষ
সভার তারিখ	: ০৪ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ
সময়	: বেলা ১১:০০ ঘটিকা
আয়োজনে	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আলী আকবর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন জনাব জ্যোতিষ চক্রবর্তী, আদায়কারী, কর আদায় শাখা। অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিম্নরূপ আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভা পরিচালনা করেন।

সভাপতি সভার শুরুতে একে একে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের পরিচয় প্রদানের আহবান জানান। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের পরিচয় প্রদানের পর সভার মূল কাজ শুরু করেন। ১ম সাধারণ সভায় সকল সদস্যবৃন্দদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

আলোচনা-১ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এর অনুরোধে প্রধান প্রকৌশলী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাবেক পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাকে উপস্থাপনের অনুরোধ জানান।

পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা জানান ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে সাবেক মেয়র মহোদয় তাকে যখন পরিচ্ছন্ন শাখার দায়িত্ব প্রদান করেন তখন পরিচ্ছন্ন শাখার কাজ অনেকটা অগোছালো ছিল। সাবেক মেয়র মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, তৎকালিন সময়ের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি এবং সম্মানীত কাউন্সিলরবৃন্দের সহযোগিতায় বর্তমানে এ শাখার কাজ অনেকটা গোছালো পর্যায়ে রয়েছে। পূর্বে এ শাখার কোন আয় ছিল না। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় নতুন খাত সৃষ্টি করে আদায় কার্যক্রম শুরু হয়। ১৫/০১/২০১৪ তারিখ হতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে একটি হিসাব খুলে ফি নির্ধারণের মাধ্যমে বর্জ্য ফি আদায় শুরু হয়। প্রথম মাসে আদায় হয় ৩৭,০০০/- (সাঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা। উনার দায়িত্ব পালনকালীন ৩১.১০.২০২৩ তারিখ হতে মোট আদায় হয়েছে ৯,৭৬,৫৬,৮৫৫/- (নয় কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার আটশত পঞ্চান্ন) টাকা। যেখানে এ খাতে কোন আয় ছিল না বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা আদায় হয়। গত ২৮.০২.২০২৩ খ্রি. তারিখে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ-এর মধ্যকার সম্পাদিত বর্জ্য পৃথকীকরণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সাবেক মেয়র মহোদয় ও প্রধান প্রকৌশলীসহ লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ছাতক ফ্যাক্টরী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড বর্জ্য পৃথকীকরণসহ বর্জ্য পৃথকীকরণের যন্ত্রপাতির মূল্য নিগোশিয়েশন, স্থাপন, বর্জ্য পৃথকীকরণ প্লান্ট পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনে সার্বিক সহযোগিতা করবে। লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড হতে ১জন সুপারভাইজার প্লান্ট চলাকালীন দৈনিক ৮ ঘন্টা দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করবেন এবং অব্যবহৃত পাতলা প্লাস্টিক তাদের খরচে নিয়ে যাবেন। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে নির্মিত স্যানিটারী ল্যান্ডফিলকে কার্যকর করার জন্য স্বাক্ষরিত MOU একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। লাফার্জ হোলসিম বিনামূল্যে বর্জ্য পৃথকীকরণ করে লভ্যাংশ সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে প্রদান করবে। এই প্রজেক্ট বাংলাদেশে প্রথম এবং এটি অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবং সিলেট মহানগরীকে ক্লিন সিটি তৈরীতে এ প্রকল্প অত্যন্ত যুগোপযোগী হবে মর্মে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। এছাড়া প্রিজম বাংলাদেশের সাথে MOU করে তাদের দ্বারা ক্লিনিকেল বর্জ্য পৃথকীকরণ করে অটোক্লাবের মাধ্যমে ডাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান ০১/১১/২০২৩ পর্যন্ত সুপারভাইজার ১১৮ জন, ড্রাইভার/হেল্পার ৫৬ জন, অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত শ্রমিক/সুইপার ২৫৩ জন, ওয়ার্ডে কর্মরত শ্রমিক ২৮৮ জন এবং সুইপার ১৫৯ জন এ শাখায় কর্মরত রয়েছেন।

লেফটেনেন্ট কর্ণেল (অবঃ) একলিম আবদীন জানান তিনি ২ সপ্তাহ যাবত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি দীর্ঘ ২২ বছর বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন যার অভিজ্ঞতা সিলেট সিটি কর্পোরেশনে কাজে লাগাতে চান। তিনি বলেন সিলেটের জনগণ উন্নয়নের ব্যপারে অনেক আগ্রহী এবং রাস্তার জন্য কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ততটা আন্তরিক নন। অনেকেই ড্রেনের সাথে সরাসরি সেপটি ট্যাংকের লাইন দিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানান বর্জ্য কর বিভিন্ন খাত থেকে আদায় হয়। আরো ২/৩ শতাংশ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি কাউন্সিলর এবং কর্মকর্তা/কর্মচারী সবার কাছে সহযোগীতা চান। তিনি পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত সুপারভাইজার, শ্রমিক ও সুইপারদের আধুনিক ড্রেস প্রদান এবং ড্রেন পরিষ্কারের কাজ নিলামের মাধ্যমে করানোর সুপারিশ করেন। সর্বোপরি এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

কাউন্সিলর জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে জনবল ও সরঞ্জাম, ময়লা ফেলার ইনস্ট্রুমেন্ট, পিকআপ ভ্যান, ভ্যানগাড়ি এবং এসটিএস বৃদ্ধির অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ প্রথম সাধারণ সভা আয়োজনের জন্য মেয়র মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও সভায় আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বক্তব্য প্রদানকারী পূর্বের বক্তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত কিনা জানতে চান এবং উনার পরিচয় না জানার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন বিগত পরিষদের প্রথম দিকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি থাকাকালীন সময়ে ক্লিনিকাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম বাংলাদেশের সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয় যার ফলে বর্তমানে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্লিনিকাল বর্জ্য সংগ্রহ ও শোধন করা হচ্ছে। এছাড়া ২০২৩ সালের প্রথম দিকে Geo cycle নামক ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আগামী ২০২৪ সাল থেকে সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন সাধন হবে এবং এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম জিরো ওয়েস্ট সিটি কর্পোরেশন হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দেশে কোন আইন ছিল না বিধায় যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য কোনরকম আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছিল না, ২০২২ সালে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন হওয়ার ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। এইসবের পাশাপাশি উৎপাদনকালীন সময়ে বর্জ্য পৃথকীকরণ ও জনসচেতনতা জরুরী ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে তবেই সিলেট সিটি কর্পোরেশন একটি ক্লিন সিটি হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।

কাউন্সিলর জনাব সৈয়দ তৌফিকুল হাদী জানান তাঁর ওয়ার্ডে হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর দরগাহ থাকায় প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ আসে। তিনি পরিচ্ছন্নতা কাজে শ্রমিক ও ভ্যানগাড়ি বৃদ্ধির অনুরোধ জানান। তিনি এ বিষয়ে জরিমানার বিধান রাখারও অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব আবুল কালাম আজাদ (লায়েক) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সুবিধার্থে রাস্তার ডাস্টবিনসমূহে পলিথিনের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর বেগম সালমা সুলতানা বলেন নগরের সকল উন্নয়নে সংরক্ষিত ও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব শেখ তোফায়েল আহমদ সেপুল বাজার কমিটিদের আলোচনা করে কাজ করার কথা বলেন। তিনি ভ্যানগাড়ি, ড্রেস এবং ইক্যুপমেন্ট বৃদ্ধির অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ পরিষদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন ক্লিনসিটি ও গ্রীনসিটি বাস্তবায়নে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। প্রয়োজনে কাউন্সিলর এবং কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের অনুরোধ জানান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে শ্রমিক বৃদ্ধি ও বাৎসরিকভাবে ঠিকাদার নিয়োগেরও অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী পরবর্তী পরিষদের ১ম সভায় মেয়রের প্যানেল নির্বাচন ব্যতিত অন্য কোন এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত না করার এবং মাস্টাররোলে কর্মরত কাউকে শাখা প্রধান না করার জন্য অনুরোধ জানান।

সভাপতি বলেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। সিলেটের উন্নয়ন কাজে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। আন্তরিকতার সাথে সবাই মিলে কাজ করলে যেকোন কঠিন সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব।

সিদ্ধান্তঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

আলোচনা-২ প্যানেল মেয়র গঠন সংক্রান্ত আলোচনা।

সভাপতি সকলের জ্ঞাতার্থে বলেন, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ২০ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত পরিষদের ১ম সভায় অথবা ১ম সভা অনুষ্ঠানের ১ (এক) মাসের মধ্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট মেয়রের প্যানেল নির্বাচন করার বিধান রয়েছে। যার মধ্যে সাধারণ কাউন্সিলর ২ (দুই) জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর ১ (এক) জন হতে হবে। প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে যথাক্রমে প্যানেল মেয়র ১, ২ ও ৩ নির্বাচিত হবেন। সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দের ঐক্যমতের প্রেক্ষিতে আইনানুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মেয়রের প্যানেল গঠনের লক্ষ্যে ফাহিমা ইয়াসমিন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)-কে প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন।

ক) সভাপতির নির্দেশক্রমে প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্যানেল মেয়র নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিষদে উপস্থাপন করেন।

(i) ব্যালটের মাধ্যমে গোপন ভোটে প্যানেল মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে;

(ii) সভাপতি উক্ত প্যানেল মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন;

(iii) প্যানেল মেয়রের আগ্রহী প্রার্থীগণ তাদের প্রার্থীতা প্রকাশ করবেন;

(iv) প্রত্যেক ভোটার ২টি ব্যালট পেপারে ৩টি করে ভোট প্রদান করবেন;

(v) এই ভোটে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এবং কেবলমাত্র নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণই ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেয়র ভোট দিবেন;

(vi) সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত একাধিক প্রার্থী থাকলে লটারীর মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্যানেল মেয়র নির্বাচন করা যাবে;

খ) প্যানেল মেয়র নির্বাচনঃ

সভাপতি প্যানেল মেয়র প্রার্থীতার বিষয়ে আগ্রহী কারা জানতে চান। নিম্নবর্ণিত ১৩ জন কাউন্সিলর প্যানেল মেয়র নির্বাচনে মৌখিকভাবে প্রার্থী হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ক্রমিক নং	প্রার্থী কাউন্সিলরগণের নাম	ওয়ার্ড নং
০১	জনাব সৈয়দ তৌফিকুল হাদী	সাধারণ-১
০২	জনাব জগদীশ চন্দ্র দাশ	সাধারণ-৮
০৩	জনাব হাজি মোঃ মখলিছুর রহমান কামরান	সাধারণ-৯
০৪	জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন	সাধারণ-১০
০৫	জনাব শান্তনু দত্ত	সাধারণ-১৩
০৬	জনাব এ বি এম জিল্লুর রহমান	সাধারণ-১৮
০৭	জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু	সাধারণ-২৫
০৮	জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বকস	সাধারণ-২৬
০৯	বেগম সালমা সুলতানা	সংরক্ষিত-১
১০	মোছাঃ রেবেকা বেগম	সংরক্ষিত-২
১১	বেগম শাহানা বেগম শানু	সংরক্ষিত-৫
১২	বেগম শাহানারা বেগম	সংরক্ষিত-৬
১৩	বেগম নার্গিস সুলতানা	সংরক্ষিত-৭

গ) আধা ঘণ্টা বিরতি দিয়ে উল্লেখিত ১৩ জনের নামে ২টি ব্যালট পেপার প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর উপস্থিত ৫৬ জন কাউন্সিলরের মধ্যে প্রত্যেককে ২টি করে ব্যালট পেপার প্রদান করা হয় এবং প্রত্যেক কাউন্সিলর ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট গ্রহণ শেষে ২টি ব্যালট বাক্সে মোট ১১২ টি ব্যালট পেপার পাওয়া যায়। ব্যালট পেপার প্রকাশ্যে গণনা করে নিম্নবর্ণিত ফলাফল পাওয়া যায়ঃ

ক্রমিক নং	প্রার্থী কাউন্সিলরগণের নাম	ওয়ার্ড নং	প্রাপ্ত ভোট	মন্তব্য
০১	জনাব সৈয়দ তৌফিকুল হাদী	সাধারণ-১	১৬	
০২	জনাব জগদীশ চন্দ্র দাশ	সাধারণ-৮	৫	
০৩	জনাব হাজি মোঃ মখলিছুর রহমান কামরান	সাধারণ-৯	২৯	
০৪	জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন	সাধারণ-১০	৯	
০৫	জনাব শান্তনু দত্ত	সাধারণ-১৩	৭	
০৬	জনাব এ বি এম জিল্লুর রহমান	সাধারণ-১৮	৯	
০৭	জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু	সাধারণ-২৫	১৩	
০৮	জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বকস	সাধারণ-২৬	২৪	
০৯	বেগম সালমা সুলতানা	সংরক্ষিত-১	১৪	
১০	মোছাঃ রেবেকা বেগম	সংরক্ষিত-২	৩	
১১	বেগম শাহানা বেগম শানু	সংরক্ষিত-৫	১৭	
১২	বেগম শাহানারা বেগম	সংরক্ষিত-৬	৭	
১৩	বেগম নার্গিস সুলতানা	সংরক্ষিত-৭	১০	

ঘ) উল্লিখিত ফলাফল পর্যালোচনায় জনাব হাজি মোঃ মখলিছুর রহমান কামরান ২৯ (উনত্রিশ) ভোট পেয়ে প্যানেল মেয়র-১, জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বকস ২৪ (চব্বিশ) ভোট পেয়ে প্যানেল মেয়র-২ এবং বেগম শাহানা বেগম শানু ১৭ (সতের) ভোট পেয়ে প্যানেল মেয়র-৩ নির্বাচিত হন। উপস্থিত সকল সদস্য উক্ত ভোটের পদ্ধতি ও ভোটের ফলাফলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ (১) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র নির্বাচনে সাধারণ ওয়ার্ড-০৯ এর কাউন্সিলর জনাব হাজি মোঃ মখলিছুর রহমান কামরান-কে প্যানেল মেয়র-০১, সাধারণ ওয়ার্ড-২৬ এর কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বকস-কে প্যানেল মেয়র-০২ এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ড-৫ এর কাউন্সিলর বেগম শাহানা বেগম শানু-কে প্যানেল মেয়র-০৩ নির্বাচন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

(২) উক্ত নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত ও অনুমোদিত হয়।

(৩) নির্বাচিত প্যানেল মেয়রগণকে সভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানোন হয়।

আলোচনা-৩ বিবিধ আলোচনা।

কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী পরিষদের প্রথমদিকে সভায় কাউন্সিলর কার্যালয় পরিচালনার্থে আসবাবপত্রসহ আনুসাঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

কাউন্সিলর জনাব মোঃ সিকন্দর আলী কাউন্সিলর কার্যালয়ের আসবাবপত্রসহ আনুসাঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য থোক বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণের অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব জাহাঙ্গীর আলম থোক বরাদ্দ এবং কাউন্সিলর কার্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয়ের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বর্ধিত ওয়ার্ডে টিসিবি কার্ড, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী চৌধুরী থোক বরাদ্দ এবং অফিস মেনটেনেন্স বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে চান।

প্রধান প্রকৌশলী বলেন অফিস ভাড়া ও মেনটেনেন্সের খরচ অফিস থেকে প্রদান করা হবে।

সভাপতি বলেন কাউন্সিলর কার্যালয়ের আসবাবপত্রসহ আনুসাঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা থোক বরাদ্দ করা হবে। তিনি আরও বলেন কম্পিউটার ও প্রিন্টার অফিস থেকে প্রদান করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ (১) কাউন্সিলর কার্যালয়ের আসবাবপত্রসহ আনুসাঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা থোক বরাদ্দের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(২) কাউন্সিলর কার্যালয়ের কম্পিউটার ও প্রিন্টার অফিস থেকে প্রদানের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী)
মেয়র
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.৩৩০৩/১৮ তারিখঃ ৩১.১২.২০২৩

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৩। পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট।
৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট।
৫। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, সিলেট।
৬। অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট।
৭-১১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপুর্ত অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর/বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।
১২। পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিলেট।
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন অধিদপ্তর, সিলেট।
১৪। উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, সিলেট।
১৬। উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সিলেট।
১৭। পরিচালক, বিআরটিএ, সিলেট।
১৮। ষ্টেশন ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিলেট।

31.12.23
(ফাহিমা ইয়াসমিন)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.৩৩০৩/১৮/৩৬ তারিখঃ ৩১.১২.২০২৩

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। .....কাউন্সিলর

সংরক্ষিত/ সাধারণ ওয়ার্ড নং.....সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

31.12.23
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.৩৩০৩/১৮/৩৬(২৪) তারিখঃ ৩১.১২.২০২৩

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২। প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫। মেয়রের সহকারী একান্ত সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬-২৩। .... শাখা প্রধান, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৪। সংশ্লিষ্ট নথি।

31.12.23
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

পরিশিষ্ট 'ক'

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

১. জনাব মোঃ আজাদুর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২. জনাব রেজওয়ান আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩. জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বক্স, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-২, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪. জনাব হাজি মোঃ মখলিছুর রহমান কামরান, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-১, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫. জনাব শান্তনু দত্ত, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬. জনাব ফরহাদ চৌধুরী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৭. জনাব এ বি এম জিল্লুর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৮. জনাব জগদীশ চন্দ্র দাশ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৯. জনাব আব্দুর রকিব বাবলু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১০. জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১১. মোছাঃ রুহেনা খানম মুক্তা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১২. বেগম শাহানা বেগম শানু, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-৩, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৩. বেগম শারমিন আক্তার রুমি, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৪. মোছাঃ রেবেকা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৫. জনাব মোঃ রিয়াজ মিয়া, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৬. জনাব সায়ীদ মোঃ আব্দুল্লাহ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৭. জনাব শেখ তোফায়েল আহমদ সেপুল, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৮. জনাব দেলোয়ার হোসেন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৯. জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২০. জনাব মোঃ রায়হান হোসেন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২১. জনাব মোঃ রুহেল আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২২. জনাব আবুল কালাম আজাদ (লায়েক), কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৩. জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম শাকিল, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৪. জনাব মোঃ ছয়ফুল আমিন (বাকের), কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৫. জনাব ফখরুল আলম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৬. বেগম ছামিরুন নেছা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৭. জনাব জাহাঙ্গীর আলম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৮. জনাব আলতাফ হোসেন সুমন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৯. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মুনিম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩০. জনাব রাশেদ আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩১. জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩২. জনাব নজমুল হোসেন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৩. জনাব লিটন আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৪. জনাব মোঃ রকিব খাঁন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৫. বেগম ফাতেমা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৬. জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৭. জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী চৌধুরী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৮. বেগম নার্গিস সুলতানা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৯. মোছাঃ হাজেরা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪০. বেগম আয়েশা খাতুন কলি, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪১. বেগম বাবলী আক্তার, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪২. জনাব আব্দুল জলিল নজরুল, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৩. জনাব মোঃ সিকন্দর আলী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৪. জনাব বিক্রম কর সম্রাট, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৫. বেগম সালমা সুলতানা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৬. জনাব সৈয়দ তৌফিকুল হাদী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৭. জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৮. বেগম কুলসুমা বেগম পপি, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৯. জনাব মোস্তাক আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫০. জনাব মোঃ আব্দুর রকিব তুহিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫১. জনাব হিরন মাহমুদ নিপু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫২. জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫৩. জনাব হুমায়ুন কবীর সুহিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫৪. বেগম সাজেদা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

৩৫. জনাব মতিউর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৬. বেগম শাহানারা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

সভায় উপস্থিত সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ:

১. জনাব আহম্মদ আলী, র‍্যাব-৯, সিলেট।
২. জনাব মিহির রায়, উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিটিসিএল, সিলেট।
৩. জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট।
৪. জনাব জিতেন্দ্র কুমার দাস, উপ-মহাব্যবস্থাপক, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, সিলেট।